২৯-০৯-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "বাপদাদা" মধুবন

"মিষ্টি বাচ্চারা - যতদিন জীবিত থাকবে ততদিন পড়তে এবং শিখতে হবে। তোমাদের এই পড়া পবিত্র দুনিয়ার জন্য এবং পবিত্র হওয়ার জন্য।"

প্রশ্নঃ- বাবা কোন্ গুণের বিষয়ে বাচ্চাদেরকে নিজের সমান বানানোর শিক্ষা দেন?

উত্তরঃ- বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমি যেমন নিরহংকারী, তোমরা বাচ্চারাও সেইরকম আমার সমান নিরহংকারী হও। বাবা-ই তোমাদেরকে পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেন। পবিত্র হলেই বাবার সমান হবে।

প্রশ্নঃ- যখন বুদ্ধি তীক্ষ্ণ হয়ে যায় তখন কোন্ রহস্য স্বাভাবিক ভাবেই বুদ্ধিতে ধারণ হয়ে যায়?

উত্তরঃ- আমি আত্মা আসলে কেমন, আমার বাবা পরমাত্মা আসলে কেমন এবং তাঁর ভূমিকা কি। আত্মার মধ্যে কীভাবে অনাদি ভূমিকা ভরা থাকে যেটা সে পালন করতে থাকে। এইসকল কথা তীক্ষ্ণ বুদ্ধিধারীরাই বুঝতে পারবে।

গীতঃ- (ধীরজ ধর হে মনবা, ধীরজ ধর, তেরে সুখকে ভরে দিন আয়েঙ্গে.....)
ধৈর্য্য ধর রে মন ধৈর্য্য ধর, তোর সুখের দিন আসছে.....

ওম্ শান্তি। বেহদের মা-বাবাকে পেয়ে ধৈর্যশীলতা প্রাপ্ত হয়েছে। কে পেয়েছে? আত্মারা বা জীবাত্মারা অর্থাৎ বাচ্চারা। আত্মা হল এক অতি সূক্ষ্ম বিন্দু। দুনিয়াতে একজন মানুষও নেই যার বুদ্ধিতে রয়েছে যে আত্মা হল তারার মত সূক্ষ্ম বিন্দু। তোমরা জানো যে আমাদের মধ্যে অর্থাৎ এত সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যে ৮৪ জন্মের এবং ৫ হাজার বছরের সমস্ত পার্ট ভরা আছে। অন্যান্য আত্মার মধ্যে তো এত পার্ট ভরা নেই। কিন্তু মানুষের বুদ্ধি এতই দুর্বল হয়ে গেছে যে বুঝতেই পারে না। পরমাত্মার ক্ষেত্রে তো বলা যাবে না যে তিনি ৮৪ জন্ম কিংবা ৮৪ লক্ষ জন্ম নেন। তোমরা বাচ্চারা জানো যে এতো সূক্ষ্ম আত্মার মধ্যেই ৮৪ জন্মের পার্ট ভরা আছে, এটাই হল প্রকৃতি। এত সূক্ষ্ম বিন্দু আত্মার মধ্যে সমস্ত জন্মের অবিনাশী পার্ট ভরা আছে যেটা কখনো মুছে যায় না এবং কোনোদিন মুছবেও না। খুবই আশ্চর্যের ব্যাপার। তোমাদের মধ্যেও কেউ কেউ আছে যারা এইসব কথা জানে কিন্তু আবার ভুলেও যায়। অন্যদেরকে বোঝানোর জন্য এইসকল কথা ধারণ করতে হবে। বাবা অর্থাৎ পরমপিতা পরমাত্মাকে করন-করাবনহার বলা হয়, তিনি এইসব কথা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই বলেন। তাঁকে নিরাকারী এবং নিরহংকারী বলা হয়। এর অর্থ কেউই বুঝতে পারে না। তিনি বাচ্চাদেরকে এই গুণের বিষয়ে শিক্ষা দেন। বাচ্চাদেরকেও এইরকম নিরহংকারী হতে হবে। যেহেতু তিনি জ্ঞানের সাগর, তাহলে নিশ্চয়ই জ্ঞান শোনাবেন। আবার তিনিই হলেন পতিত-পাবন। তাই তিনি এসে নিশ্চয়ই পতিতদেরকেই পবিত্র হওয়ার শিক্ষা দেন। যেভাবে সন্ন্যাসীরা সন্ন্যাসী হওয়ার শিক্ষা দেয়। এটাও হল পাঁচ বিকারের সন্ন্যাস। পতিত-পাবন এসেই শিক্ষা দেবেন। নাহলে আমরা পবিত্র হব কিভাবে। এইরকম গায়নও করা হয় যে যতদিন জীবন আছে ততদিন শিখতে হবে, পড়তে হবে। স্কুলে তো এইরকম বলা হয় না। ওই পড়ার প্রাপ্তি তো এই জন্মেই ভোগ করতে হয়। কিন্তু এখানে বলা হয় - যতদিন জীবিত আছে, ততদিন পড়তে হবে। অন্তিমে কর্মাতীত অবস্থা প্রাপ্ত হবে। যোগের দ্বারাই আত্মাকে পবিত্র করতে হবে। যত বেশি যোগযুক্ত থাকবে তত তোমরা

আত্মারা স্বর্ণযুগে চলে যাবে। তখন আত্মা এবং শরীর কেউই লৌহযুগে থাকবে না। আমরা পবিত্র দুনিয়াতে আসার জন্যই পড়ছি। এইসব এতই গুহ্য কথা যে কেউ কখনো বোঝাতে পারবে না। মানুষ তো কত কিছুই না করে। বিজ্ঞানের অহঙ্কারে কত রকমের জিনিস তৈরি করছে। চাঁদ এবং নক্ষত্রেও যাওয়ার চেষ্টা করছে। তোমরা জানো যে এইসবের দ্বারা জীবনমুক্তি পাওয়া যাবে না। হয়তো অল্পকালের জন্য ক্ষণিক সুখ মিলবে। এরোপ্লেনে যেমন সুখ আছে সেইরকম দুঃখও আছে। কাল যদি কোনো দুর্ঘটনা ঘটে যায় তাহলে দুঃখ হবে। স্টিমার ডুবে যায়, ট্রেনে দুর্ঘটনা ঘটে। বসে বসেই মানুষের হার্ট-ফেল হয়ে যায়। সুখধাম তো সম্পূর্ণ আলাদা। ওখানে সর্বদা সুখ আর সুখ। এই দুনিয়াতে যা কিছু সুখ আছে সবই অল্পকালের জন্য, কাক-বিষ্ঠার মত। তোমরা বাচ্চারা এখন অনেক ভালো বুদ্ধি পেয়েছ। আমি আত্মা কেমন এবং আমার বাবা পরমাত্মা কেমন। ওঁনার ভূমিকা কি আর আমার ভূমিকাই বা কি - এই সকল রহস্য বুদ্ধিতে আছে। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের মধ্যেও সকলের ৮৪ হবে না। সবাই তো একসাথে সত্যযুগে থাকবে না। তাই সকলের জন্য ৮৪ জন্ম বলা যাবে না। চন্দ্রবংশীতেও অন্তিম পর্যন্ত আসতে থাকবে। ক্রমশ বৃদ্ধি হবে। অল্প-অল্প করে জন্ম হতে থাকবে। এইসব হল বিস্তারিত কথা। বৃদ্ধাদেরকে প্রথমে 'অল্ফ এবং বে'- এর বিষয়ে ভালো ভাবে বোঝতে হবে। 'অল্ফ' মানে বাবা এবং 'বে' মানে বাদশাহী। এইসব তো একেবারে সত্যি কথা, তাই না? স্বর্গের বাদশাহী ছিল, ভারত সমগ্র বিশ্বের মালিক ছিল, আর কারোর রাজত্ব ছিল না। যে রুদ্রমালা হয় সে-ই পরে বিষ্ণুর মালা হয়ে যায়। তোমরা বাচ্চারাই এই জ্ঞান পেয়েছ। আত্মা কি, পরমাত্মা কি, তাঁর রূপ এবং সাইজ কেমন - এইসকল কথা কেবল তোমাদের বুদ্ধিতেই রয়েছে। আত্মা কতই না সূক্ষ্ম। পরমাত্মাকেও ভক্তিমার্গে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। দ্বাপর থেকে কলিযুগের শেষ পর্যন্ত অথবা সঙ্গমযুগের শেষ পর্যন্ত তাঁর ভূমিকা আছে। এইসব কথা তোমরা জান। তোমরা বলবে যে আগের কল্পেও এইসব হয়েছিল। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগেও হয়েছিল। একটা খবরের কাগজে প্রতিদিনই ছাপায় যে ১০০ বছর আগে কি হয়েছিল, ১০০ বছরের কথা বলা তো সহজ ব্যাপার। খবরের কাগজ থেকে দেখে বলে দেবে। ওই খবরের কাগজের নাম হল টাইমস অফ ইন্ডিয়া। তোমাদের খবরের কাগজ হল টাইমস অফ ওয়ার্ল্ড। এই নামটা খুব সুন্দর। প্রতিদিনই লিখতে পার। আজ থেকে ৫ হাজার বছর আগে কি হয়েছিল। ৫ হাজার বছর আগে যা হয়েছিল সেটাই আবার হয়েছে। এইভাবে লিখতে থাকলে মানুষ ড্রামার (নাটকের) বিষয়ে জেনে হয়ে যাবে। পত্রিকাতেও লিখতে পার। তোমাদের অর্থাৎ বাচ্চাদের বুদ্ধিতে তো সকল রহস্যের জ্ঞান আছে। আত্মা-পরমাত্মার জ্ঞান কোনো মানুষের মধ্যেই নেই। এইসব মানুষ কোনো কাজের নয়। তোমরা জানো যে মানুষই ৮৪ জন্ম নেয়। প্রথমে ব্রাহ্মণ বর্ণ এবং তারপর দেবতা বর্ণ হয়। এইসব বর্ণ তো এখানেই আছে। সূক্ষ্মবতনে কোনো বর্ণ হয় না। ব্রহ্মাকে প্রজাপিতা বলা হয়। বিষ্ণুকে প্রজাপিতা বলা যাবে না। ব্রহ্মার দ্বারাই দত্তক নেওয়া হয়। বিষ্ণুর দুই রূপ অর্থাৎ লক্ষ্মী-নারায়ণের তো সন্তান হয় যে সিংহাসনে বসে। শঙ্করকেও প্রজাপিতা বলা যাবে না। তোমরা জানো, যার যেরকম ভাবনা থাকে তার সেইরকম সাক্ষাৎকার হয়ে যায়। ওখানে (সূক্ষ্মবতনে) তো কোনো সাপ-টাপ থাকে না, কোনো ষাঁড়ও নেই। সূক্ষ্মবতনে দেবতারা থাকে। সূক্ষ্মবতনে গিয়ে বাগান, ফল ইত্যাদি দেখতে পাও। বাস্তবে কি ওখানে বাগান আছে? না, বাবা তো সাক্ষাৎকার করান। বুদ্ধিও বলে যে ওখানে সূক্ষ্মবতনে গাছপালা থাকতে পারে না। এইসব নিশ্চয়ই সাক্ষাৎকার হয়। সাক্ষাৎকার তো এখানেই হবে। এইসব সাক্ষাৎকারকে জাদুর খেলা বলা হয়। এর মধ্যে কোনো জ্ঞান নেই। মানুষ মানুষকে ব্যারিস্টার (আইনজীবী) বানায় - এটাকে জাদুগরী বলে না, ওখানে বিদ্যা দেওয়া হয়। কিন্তু ইনি (শিববাবা) তোমাদেরকে নতুন দুনিয়ার জন্য মানুষ থেকে দেবতা বানান। তাই এটাকে জাদু বলা

হয়। দিব্যদৃষ্টির চাবি বাবার কাছে থাকার জন্য তাঁকে জাদুকর বলা হয়। দুনিয়ার মানুষ বলে মূর্তি থেকে সাক্ষাৎকার হয়েছে - এটা নিশ্চয়ই গুরুর কৃপা। কিন্তু এতে তো কোনো লাভ হয় না। এখানে তোমরা পরিশ্রম করে নিজেরাই ওইরকম লক্ষ্মী-নারায়ণ বা রাম-সীতা হচ্ছ। তোমরা এখানে সূর্যবংশী এবং চন্দ্রবংশী রাজপরিবারের সদস্য হওয়ার জন্য এসেছ। প্রথম মুখ্য কথা হল নতুন কেউ এলে আগে তাকে বাবার পরিচয় দাও। ব্রহ্ম হল মহতত্ব। নিরাকার শিববাবাকে ব্রহ্মতত্ব বলা যাবে না। প্রত্যেকটা অক্ষর অর্থপূর্ণ। তোমরা হলে ঈশ্বরীয় সন্তান। এমন নয় যে সবকিছুই ঈশ্বরের রূপ। বাবা বসে এইসব বিষয় বোঝান। সাক্ষাৎকার ইত্যাদি তো কেবল বার্তালাপ, ওইসবের আশা রাখা উচিত নয়। ভাবে যে এখন স্বয়ং বাবা এসেছেন, তাই সাক্ষাৎকার করিয়ে দেবেন। কিন্তু এইসব ফালতু ব্যাপার। সাক্ষাৎকার না হলে আশাহত হয়ে পড়া ছেড়ে দেয়। সাক্ষাৎকারে রাজকুমারকে দেখলে ভাবে আমাকেও রাজকুমার হতে হবে। খুশি হয়ে যায়। অনেক চেষ্টা করে রাজকুমারের সাক্ষাৎকার হয়। কিন্তু সকলেই তো মুকুটধারী হবে। নারী-পুরুষের মধ্যে কোনো পার্থক্যই থাকে না। কেবল নারীদের লম্বা চুল থাকবে আর মুখ একটু আলাদা দেখতে হবে। কত আত্মা আছে। একজনের নাম-রূপ অন্যজনের থেকে পৃথক। আত্মার মধ্যেই অবিনাশী পার্ট ভরা আছে যা কখনো বদলে যাবে না। কত আশ্চর্যজনক খেলা তৈরি হয়ে রয়েছে। আত্মা যে ভূমিকা পেয়েছে সেটা অনাদি। বাবা কত সহজ করে বোঝান। কেবল ত্রিমূর্তির চিত্রের সামনে গিয়ে বসলেই বুদ্ধিতে পুরো চক্রের জ্ঞান এসে যাবে। ইনি হলেন শিববাবা এবং ইনি হলেন ব্রহ্মাবাবা যার দ্বারা আমরা ব্রাহ্মণ হয়েছি। এখন কলিযুগ, এরপর সত্যযুগ আসবে। ছবি সামনে থাকলে পুরো বিশ্ব-নাটক বুদ্ধিতে চলে আসে। কিভাবে চক্র আবর্তিত হয়, এই খেলাতে কে কে আছে - সব স্মরণে চলে আসে। রোজ চিত্র দেখতে থাক এবং বিচার সাগর মন্থন কর। এটা হল নরক, এটা হল স্বর্গ এবং এটা হল সঙ্গমযুগ। কত সহজ। রোজ প্র্যাকটিস (অভ্যাস) করলে বুদ্ধিতে রশ্নি আসবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং রাধা-কৃষ্ণের ক্ষেত্রেও লেখ। ব্রহ্মার দ্বারা সত্যযুগের উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হচ্ছে। কিভাবে লক্ষ্মী-নারায়ণের এত প্রাপ্তি হয়েছে? নিশ্চয় সঙ্গমযুগেই এমন কোনও কর্ম করেছিল। অন্তিম জন্মের পুরুষার্থের দ্বারাই ওদের এই প্রাপ্তি হয়েছে। বুদ্ধিতে এইরকম চিন্তন চলা উচিত। তাহলে একসময়ে চিত্রও আর প্রয়োজন হবে না। বুদ্ধিতে সমস্ত রহস্যের জ্ঞান এসে যাবে। এইসব চিত্রকে নিজের হৃদয়ে এঁকে নিতে হবে। বাবা সেন্টারের বাচ্চাদের মুখ খোলার যুক্তি বলছেন - চিত্র গুলো দেখতে থাক। মনে মনে বলতে থাক। রচনার আদি-মধ্য-অন্তের রহস্যকে জানতে হবে। কল্পবৃক্ষের চিত্রতে এটা স্পষ্টভাবে রয়েছে। এখানে রাজযোগের তপস্যা করছে। এরাই মানুষ থেকে দেবতা হবে। এরপরে ভক্তিমার্গ কিভাবে শুরু হয়। যে যেই ধর্মের, সে পুনরায় সেই ধর্মতেই আসবে। কত সহজ ব্যাপার, এই বিষয়েই বোঝাতে হবে। আত্মা এবং পরমাত্মা আসলে কেমন, যার মধ্যে অনাদি পার্ট ভরা আছে। সত্যযুগে আমরা সুখের দৃশ্যে অভিনয় করব, এতগুলো জন্ম নেব। শ্মশানে গিয়েও কাউকে বোঝাতে পার। যতক্ষণ না মৃতদেহ দাহ হচ্ছে ততক্ষণ সৎসঙ্গ করে। তোমাদেরকে কেউ বাধা দেবে না। লোকেদের বলো - আসুন, আমরা আপনাদেরকে কিছু বোঝাব। শোনার পরে খুব খুশি হবে। যে বোঝাবে তাকে খুব বিচক্ষণ এবং চতুর হতে হবে। সব জায়গাতে গিয়েই তোমরা বোঝাতে পার। বাবা তো খুব ভালোভাবেই বোঝান। সত্য এখন তোমাদের হাতের নাগালেই রয়েছে। দুনিয়ার মানুষের হাতে তো মিথ্যা গীতা আছে। তোমাদের হাতে সমগ্র বিশ্বের ইতিহাস-ভূগোল রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের চিত্র নিয়েও তোমরা খুব ভালোভাবে বোঝাতে পার। কেন একে শ্যাম-সুন্দর বলা হয়? আসুন, এই বিষয়ে আপনাকে একটা কাহিনী শোনাব। শোনার পরে খুব খুশি হয়ে যাবে। ভারতে স্বর্ণযুগ ছিল, এখন প্রস্তরযুগ। কালো হয়ে গেছে। কামচিতায় উঠলে মুখ কালো হয়ে যায়। এইভাবে বোঝালে তোমরা

অনেক কামাল করে দেখাতে পারবে। তিনটে চিত্র যেন সঙ্গে থাকে। একটা ছবি বোঝানো হয়ে গেলে অন্য ছবিটা বোঝাতে হবে। খুবই সহজ। কেবল পুরুষার্থ করতে হবে। সময় তো অনেক আছে। সকাল সকাল মন্দিরে চলে যাও। আসুন, আমরা আপনাদেরকে লক্ষ্মী-নারায়ণের জীবন কাহিনী শোনাব। ভক্তিমার্গে জপ, তপ, তীর্থ ইত্যাদি করতে করতে আমরা একেবারে কড়িতুল্য হয়ে গেছি। তাহলে শাস্ত্র কি সহায়তা করেছে? আমরা আপনাকে সত্য কথা বলছি। সত্যই সহায়তা করে। আচ্ছা -

মিষ্টি - মিষ্টি হারানিধি (সিকিলধে) বাচ্চাদের প্রতি মাতা - পিতা , বাপদাদার স্মরণ ভালোবাসা এবং সুপ্রভাত । রুহানী বাবার রুহানী বাচ্চাদের নমস্কার।

ধারণার জন্য মুখ্যসার:-

১) পড়াশুনায় সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হবে। সাক্ষাৎকার ইত্যাদির আশা রাখা যাবে না। আশাহত হয়ে কখনো পড়া ছেড়ে দিও না।

২) ছবি দেখে বিচার সাগর মন্থন করে প্রতিটা বিষয়কে হৃদয়ে এঁকে নিতে হবে। রাজযোগের তপস্যা করতে হবে।

বরদান:- সংগঠনের মধ্যে পৃথক অথচ প্রিয় হওয়ার সমতা (balance) দ্বারা সর্বদা অবিচল থেকে নির্বিঘ্ন হও।

বাবার হল সবথেকে বড় পরিবার, কিন্তু যত বড় পরিবার ততটাই তিনি পৃথক (অলিপ্ত) এবং সকলের প্রিয়। এইরকম বাবাকে অনুসরণ কর। সংগঠনে থেকে সর্বদা নির্বিঘ্নে এবং সন্তুষ্ট হয়ে থাকার জন্য যতটা সেবা ততটাই পৃথক ভাবের প্রয়োজন। যে যতই টলানোর চেষ্টা করুক, একদিকে একজন ঝামেলা করুক এবং অন্যদিকে আরেকজন ঝামেলা করুক। কোনো সুযোগ-সুবিধা না পাও কিংবা কেউ তোমাকে অপমান করুক। কিন্তু সংকল্পতেও যদি অবিচল থাক তবেই নির্বিঘ্ন আত্মা বলা যাবে।

স্লোগান:- যে দেহী-অভিমানী স্থিতির দ্বারা শরীর এবং মনের সমস্যাকে সমাপ্ত করে দেয়, সে-ই অবিচল এবং অটল থাকে।